নগর সংবাদ

NAGAR SANGBAD

বর্ষ ৬ : সংখ্যা ২১
Vol. VI No. 21

এলজিইডির আওতাধীন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
A QUARTERLY UMSU PUBLICATION OF LGED

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০
July-September 2010

মিউনিসিপ্যাল পারফরমেন্স রিভিউ কমিটির সভায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

গত ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত ইউজিপ-২ এর মিউনিসিপ্যাল পারফরমেন্স রিভিউ কমিটির (এমপিআরসি) সভায় দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি পৌরসভা প্রথম ধাপের কার্যক্রম সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে শেষ করায় দ্বিতীয় ধাপে উন্নীত করার সিদ্ধান্তসহ মোট চারটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এগুলো হচ্ছে –

১। সদ্য শেষ হওয়া ইউজিপ প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভা বাদে ইউজিপ-২ প্রকল্পে নতুন পৌরসভা অন্তর্ভুক্তির জন্য উপস্থাপিত ড্রাফট এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়ার ওপর আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ তা অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে ইউজিপ-২ প্রকল্পে নতুন পৌরসভা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ইউএমএসইউ কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন।

২। ইউজিপ-২ তে অন্তর্ভুক্তির জন্য সম্প্রতি শেষ হওয়া ইউজিপভুক্ত পৌরসভার জন্য এলজিইডি, এডিবি, কেএফডব্লিউ এবং জিটিজেড সমন্বয়ে বিশেষ ধরনের এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়া, মূল্যায়ন ও স্কোর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা এবং তা অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত ক্রাইটেরিয়া ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ইউএমএসইউ পরবর্তী কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন।

৩। পৌরসভার পারফরমেন্সের খসড়া মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে ইউজিপ-২ এর প্রথম ধাপের চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদিত হয়। মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ফলাফল অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি পৌরসভাকে দ্বিতীয় ধাপে উন্নীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি পৌরসভা নির্ধারিত বরাদ্দের ৫০ শতাংশ ব্যবহার করে পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ ভৌত অবকাঠামো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের সুযোগ পাবে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ইউএমএসইউ বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট পৌরসভাগুলোকে জানানোর ব্যবস্থা নেবেন।

৪। পৌরসভায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় থোক বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে পৌরসভার পারফরমেন্স মূল্যায়নের বর্তমান পদ্ধতির সঙ্গে সমন্বয় করে একটি সমন্বিত মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করতঃ পৌরসভায় এডিপি বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের মূল্যায়ন শাখাকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ইউএমএসইউ প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মাহবুব হাসানের সভাপতিত্বে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব ডঃ মোঃ হারুন-অর-রশিদ বিশ্বাস, এলজিইডির আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের (ইউএমএসইউ)

(এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়)

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মনজুর হোসেন ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

এলজিইডিতে জাতীয় শোক দিবস পালিত

১৫ আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গত ১৭ আগষ্ট মঙ্গলবার এলজিইডি সদর দপ্তরে কোরআনখানি, দোয়া মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মনজুর হোসেন ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান দোয়া মাহফিল ও মোনাজাতে অংশ নেন।

আজ থেকে ৩৫ বছর আগে ১৯৭৫ সালে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধু সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, ভাই শেখ নাসের এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনসহ মোট ১৮জন ইতিহাসের ঘৃণ্যতম ঘাতকদের হাতে শহীদ হন।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শাহাদাত বরণের ৩৫ বছর পালন এবং শহীদদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাতে এলজিইডির সব পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পরামর্শকবৃন্দ শরিক হন। ■

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- এডিবিতে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা
- জেন্ডার কমিটির সভা
- প্রশিক্ষণ
- সাক্ষাৎকার
- বিভিন্ন পৌরসভায় ইউজিপ-২ এর কার্যক্রম
- জনতার মুখোমুখি নওয়াপাড়া পৌর মেয়র
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় তথ্য মেলা
- সাভারে বৃটিশ মন্ত্রী
- সবজি ব্যবসায় সুফিয়া বেগমের সাফল্য
- জয়পুরহাট পৌরসভায় এলজিইডি ও এডিবির কর্মকর্তাবৃন্দ

সম্পাদকীয়

প্রসংগঃ পৌরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

পৌর এলাকায় প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ কঠিন বর্জ্য সৃষ্টি হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে গৃহস্থালী বর্জ্য, কাঁচা বাজার থেকে উৎপন্ন আবর্জনা, পশু জবাইয়ের উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি। পৌরসভার দায়িত্ব এসব বর্জ্য অপসারণ করে পৌর এলাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।

আমাদের দেশের পৌরসভাগুলোতে পরিকল্পিত কোনও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে না ওঠায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা হয়। এতে করে পৌর এলাকার পরিবেশ হয়ে পড়ছে দূষিত। বাড়ির আশেপাশে ফাঁকা জায়গায়, পুকুর কিংবা ডোবায় ফেলা হচ্ছে গৃহস্থালী বর্জ্য। বাজার, দোকানপাট ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন বর্জ্য ফেলা হচ্ছে রাস্তার ওপর অথবা রাস্তা সংলগ্ন ড্রেনে। স্লটার হাউস না থাকায় পশু জবাইয়ের ফলে পশুর রক্ত ও অন্যান্য আবর্জনা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকছে উন্মুক্ত স্থানে। এতে দুর্গন্ধময় হয়ে পড়ছে বাতাস, বেড়ে যাচ্ছে মশা-মাছির উপদ্রব, ছড়িয়ে পড়ছে রোগ জীবাণু, সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতা। এক কথায় পৌর এলাকার পরিবেশ হয়ে পড়ছে প্রতিকূল। একদিকে গাড়ি, কলকারখানা, ইটের ভাটা ইত্যাদির কালো ধোঁয়া আর রাস্তার ধুলোবালি জনজীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। অপরদিকে তার সঙ্গে কঠিন বর্জের দূষণ যোগ হয়ে পৌর এলাকার পরিবেশকে ফেলছে চরম হুমকির মুখে।

নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ করে এর দূষণ থেকে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বিত ও পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলা। যদিও এই দায়িত্ব পৌরসভার; কিন্তু পৌরবাসীকেও এই কাজে সচেতন হতে হবে, আন্তরিকতার সঙ্গে বাড়াতে হবে সহযোগিতার হাত।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নগর উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নানাবিধ সহযোগিতা দিয়ে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম, বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য পৌরসভাকে রিকশা-ভ্যান ও গার্বেজ ট্রাক প্রদান, ট্রান্সফার স্টেশন হিসেবে গার্বেজ বিন নির্মাণ, ডাম্পিং গ্রাউন্ড উন্নয়ন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (ইউজিপ-২) প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভার ওয়ার্ডগুলোতে এক বা একাধিক কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) তৈরী করা হয়েছে। এসব সিবিওকে রিকশা-ভ্যান দেয়া হচ্ছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ময়লা সংগ্রহের জন্য। সংগৃহীত ময়লা রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্ধারিত স্থানে ট্রান্সফার স্টেশন তৈরী করা হবে, যেখান থেকে গার্বেজ ট্রাকে করে ময়লা আবর্জনা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়া হবে।

কঠিন বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে শ্রেণী বিভাগ, যেমন পচনশীল দ্রব্য, প্লাষ্টিক বা পলিথিনের মতো অপচনশীল বর্জ্য, কাঁচ বা ধাতব পদার্থ, হাসপাতালের বিষাক্ত আবর্জনা। সব ধরনের বর্জ্য একই সঙ্গে সংগ্রহ করে একই স্থানে ডাম্পিং করার চেয়ে উৎসেই এগুলোকে বিভাজন করে সংগ্রহ করা অনেক বেশী কার্যকর। এতে ধরন অনুযায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা যায়। এক্ষেত্রে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন রংয়ের তিন বা চার ধরনের প্লাষ্টিক কনটেইনার বা পলি ব্যাগ যেসব স্থানে বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যেমন- বাড়ি, দোকানপাট, বাজার বা হাসপাতালে সরবরাহ করা যেতে পারে, যাতে উৎসেই আবর্জনা আলাদা করে ধরন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যায়।

উন্নত বিশ্বে কঠিন বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এসব বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, গ্যাস, জৈব সার ইত্যাদি উৎপাদন করে তা তাদের জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি জিডিপির পরিমাণও বাড়ছে।

বাংলাদেশের পৌরসভাগুলোতে প্রতিদিন সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। পরবর্তীতে সামর্থ্য অনুযায়ী এসব বর্জ্য থেকে জ্বালানী ও জৈব সার উৎপাদনের কার্যক্রম হাতে নেয়া যেতে পারে, যা পৌরসভার পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি জ্বালানী সমস্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে সহায়ক হবে। একই সঙ্গে কৃষকরা পাবেন জৈব সার, যা সারের দেশীয় চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে। ■

শোক সংবাদ

উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ জহিরুল হক সরকার গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখ ভোর ৩ঃ১০ মিনিটে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে.....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ৩ বছরের ছেলে ও ৩ মাস বয়সী ১টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। মরহুম জহিরুল হক সরকার ১৯৬২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় জন্ম নেন। তিনি ১৯৯২ সাল থেকে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলজিইডির কর্মকতা/কর্মচারীগণ গভীর শোক প্রকাশ করেন।

এডিবিতে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা

গত ১৮ আগষ্ট ২০১০ তারিখে এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনে এলজিইডির জরুরী দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্বাসন (ইডিডিআরপি'০৭, পার্ট-বি গ্রামীণ অবকাঠামো এবং পার্ট-সি পৌর অবকাঠামো) প্রকল্পের আওতায় পল্লী ও নগর অবকাঠামো পুনর্বাসন কাজে মহিলা শ্রমিকদের অধিকতর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় এডিবির জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট কনসালটেন্ট বেগম শামসুন্নাহার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

এডিবির সহায়তায় এলজিইডির ইডিডিআরপি'০৭, পার্ট-বি ও পার্ট-সিতে দুঃস্থ মহিলাদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করায় যে ফলাফল দেখা গেছে সে অভিজ্ঞতার আলোকে মূল প্রবন্ধটি তৈরী করা হয়। এলজিইডির প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান খান, জনাব ফরাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, জনাব ইফতেখার আহমেদ, জনাব এস কে আমজাদ হোসেনসহ এলজিইডির অন্যান্য কর্মকর্তা এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিআরএম এর হেড, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট মিঃ স্টিফান একেলুন্ড, জেন্ডার স্পেশালিষ্ট ফেরদৌসী সুলতানা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কর্মশালায় যোগ দেন। ■

এডিবির কনফারেন্স রুমে জেন্ডার বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিআরএম এর হেড, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট মিঃ স্টিফান একেলুন্ড, ইডিডিআরপি'০৭, পার্ট-বি গ্রামীণ অবকাঠামো এবং পার্ট-সি পৌর অবকাঠামো প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান খান ও জনাব ফরাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ।

জেন্ডার কমিটির সভা

জয়পুরহাট পৌরসভা ঃ জয়পুরহাট পৌরসভায় সম্প্রতি জেন্ডার ও পরিবেশ উপ কমিটির ১৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারপারসন ও পৌর কাউন্সিলর রুনা লায়লা। সভায় জেন্ডার ও পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রি ও খাদ্যে কৃত্রিম রং মেশানো বন্ধ করা, শহর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেয়া হয়। সভাপতির বক্তব্যে কমিটির চেয়ারপারসন রুনা লায়লা বলেন, ইউজিপ প্রকল্পের আওতায় গঠিত এই কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে, যদিও গত ৩০ জুন ২০১০ তারিখে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এই উপ-কমিটি পৌর এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে।

বরগুনা পৌরসভা ঃ বরগুনা পৌরসভায় গত ২০ সেপ্টেম্বর ইউজিপ-২ এর জেন্ডার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারপার্সন ও মহিলা কাউন্সিলর মিসেস ডেইজি আক্তার কলি। এসময় কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউজিপ-২ এর বরিশাল অঞ্চলের রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন। ইউজিপ-২ এর আওতায় প্রণীত জেন্ডার এ্যাকশন প্লান (গ্যাপ) ও এর বাস্তবায়ন কৌশল নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ■

টিএলসিসি অবহিতকরণ সভা

নড়াইল পৌরসভাঃ সম্প্রতি নড়াইল পৌরসভায় নগর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নড়াইল পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন। এসময় নগর সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দসহ শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের (ইউএমএসইউ) উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আবু বকর বিশ্বাস ও নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব নির্মল কুমার বিশ্বাস (প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) উপস্থিত ছিলেন। নগর সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সভায় অবহিত করা হয়। এসময় কমিটির কার্য পরিধি ও কীভাবে কার্য পরিচালনা করতে হবে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। নগর সমন্বয় কমিটিকে পৌরবাসী ও পৌরসভার মধ্যে একটি সেতু হিসেবে চিহ্নিত করে বক্তারা কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। ■

মিউনিসিপ্যাল পারফরমেন্স রিভিউ...

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মুহঃ আজিজুল হক, ইউজিপ-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, এডিবি প্রতিনিধি জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং পরিকল্পনা কমিশনের উপ-প্রধান জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। ■

নওয়াপাড়া পৌরসভায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

গত ৫ আগষ্ট নওয়াপাড়া পৌরসভা ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া স্থানীয় ৪১৮জন ছাত্র-ছাত্রীকে সম্বর্ধিত করে। পৌরসভার মেয়র জনাব এনামুল হক বাবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোরের ডেপুটি কমিশনার জনাব মোঃ নুরুল আমিন এবং অধ্যক্ষ তরফদার গোলাম মোস্তফা। জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ক্রেস্ট, সনদ ও সম্মাননা তুলে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানটি নওয়াপাড়া পৌরসভার সর্বস্তরের জনগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। পৌরসভার মেয়র জনাব এনামুল হক বাবুল কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরাই আগামীতে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত থেকে নওয়াপাড়ার সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে দেবে। ■

জিপিএ-৫ পাওয়া কৃতি এক ছাত্রীকে ক্রেস্ট দেয়া হচ্ছে।

কুমিল্লা পৌরসভায় কম্পিউটারাইজড পানির বিল ব্যবস্থাপনা চালু

বাংলাদেশের পৌরসভাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আহরিত সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এলজিইডির আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (ইউএমএসইউ) সহায়তা দিয়ে আসছে। এরই আওতায় গত ১৭ আগষ্ট কুমিল্লা পৌরসভায় কম্পিউটারাইজড পানির বিলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের উপ-পরিচালক জনাব গোলাম মোস্তফা, টীম লিডার মোঃ সোহরাব হোসেন এবং মিউনিসিপ্যাল ফাইনান্স ও একাউন্টিং স্পেশালিষ্ট জনাব সাহিনুল হক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, কম্পিটারাইজড পানির বিল পদ্ধতির মাধ্যমে পানি শাখার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। আঞ্চলিক আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের উপ-পরিচালক জনাব গোলাম মোস্তফা কম্পিউটারাইজড পানির বিল তৈরীতে যে সব ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে তার বিবরণ দেন। ■

প্রশিক্ষণঃ

দরিদ্র নগরবাসীর সেবা প্রাপ্তির সুবিধা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ

ইউপিপিআরপি গত ২৬-২৮ সেপ্টেম্বর মানিকগঞ্জের প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রে টেকসই উন্নয়নে যোগসূত্র স্থাপন– দরিদ্র নগরবাসীর সেবা প্রাপ্তির সুবিধা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এতে আটটি শহরের ২৪জন সোসিও ইকোনোমিক এক্সপার্ট, কমিউনিটি সংগঠক ও সিবিও নেতা অংশ নেন। এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, কীভাবে নগরে বসবাসরত হতদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারগুলোর কাছে বিদ্যমান সেবা প্রদানের পরিবেশ তৈরী করা যায়। প্রশিক্ষণশেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ।

এর আগে গত ২৩-২৫ সেপ্টেম্বর এলজিইডি সদর দপ্তরে ইউপিপিআরপি আয়োজিত জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ১২টি সিডিসির ২৪জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন। ৮জন সিডিসি নেত্রীর স্বামী এই প্রশিক্ষণে যোগ দেন। তারা অনুধাবন করেন যে, পরিবার ও সমাজে নারীরা কতোটা বৈষম্যের স্বীকার এবং এই অবস্থার পরিবর্তনে নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। ইউপিপিআরপির উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম ও বেগম সুলতানা নাজনীন আফরোজ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

বরিশাল অঞ্চলে ডব্লিউএলসিসির সদস্যদের প্রশিক্ষণ ঃ

ইউজিপ-২ গত ২-৫ আগষ্ট বরিশাল এলজিইডিতে বরিশাল অঞ্চলের ৪টি পৌরসভার ডব্লিউএলসিসি সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণে ভোলা, ঝালকাঠি, কলাপাড়া ও বরগুনা পৌরসভার ডব্লিউএলসিসির সদস্যগণ অংশ নেন। ডব্লিউএলসিসি সদস্যদের কমিটির গঠন, এর কর্মকাণ্ড, সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং প্রকল্পের সহায়তা সম্পর্কে জানানো হয়। টেকসই উন্নয়ন, জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, ওয়ার্ড পর্যায়ে সুস্থ সামাজিক পরিবেশ বজায় রাখা এবং কমিটির কর্মকাণ্ড গতিশীল রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ■

বরিশাল এলজিইডিতে ইউজিপ-২ আয়োজিত ডব্লিউএলসিসি সদস্যদের প্রশিক্ষণে প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অংশ নেন।

জয়পুরহাট পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব ফজলুর রহমানের সাক্ষাৎকার

***নঃ সঃ* আপনি দীর্ঘদিন জয়পুরহাট পৌরসভার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই অভিজ্ঞতার আলোকে পৌরসভা পরিচালনার বিষয়ে কিছু বলুন।**

মেয়র : আমি ২০০৪ সালের ২৯ মে পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করি। দায়িত্ব নেয়ার সময় প্রায় তিন কোটি টাকা দেনার বোঝা মাথায় নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। পৌর পরিষদের সদস্যদের সততা ও আন্তরিকতার ফলে আজ আমার পৌরসভা সকল প্রকার দায়-দেনা থেকে মুক্ত।

এর আগেও আমি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি (১৯৮৯-১৯৯১)। পৌরসভাকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য একজন মেয়রের সততা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা জরুরী বলে আমি মনে করি। আর তা করতে পারলে প্রত্যেক পৌরসভাকেই এক একটি মডেল পৌরসভা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

***নঃ সঃ* পৌরসভা পৌরবাসীকে বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা দিয়ে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে কোন কোন সেবাকে আপনি অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন ?**

মেয়র : পৌরসভা নগরবাসীদের চারটি প্রধান সেবা দিয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে –রাস্তাঘাট, ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার, পানি সরবরাহ, সড়কবাতি স্থাপন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। মূল এ চারটি সেবা ছাড়াও আরও অন্যান্য পরিসেবা রয়েছে। সামর্থ্য অনুযায়ী পৌরসভা সেগুলো পৌরবাসীকে দিয়ে থাকে। আমাদের দেশের পৌরসভাগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা সুসংহত নয়। পৌরসভাগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। ফলে মূল সেবা সঠিকভাবে দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আমি মূল সেবার পাশাপাশি পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এর মধ্যে রয়েছে নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশক নিধন, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি।

দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে স্বাস্থ্যসেবা বিশেষতঃ গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছি। এজন্য এমএইচপিপির সহযোগিতায় ৯টি ওয়ার্ডে ৪৫০জন স্বেচ্ছাসেবী, ৩৪জন ধাত্রী, ৩৯জন ইমাম, ১৫জন আরএমপি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন সময় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি ওয়ার্ড স্বাস্থ্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী/ধাত্রীদের সিভিল সার্জন ও মেয়রের যৌথ স্বাক্ষরে আইডি কার্ড দেয়া হয়েছে। তারা গর্ভবতী মা ও নবজাত শিশুর চিকিৎসার জন্য আধুনিক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। গরীব ও অসহায় মা ও শিশুর চিকিৎসা ও প্রসূতি সেবার জন্য ওয়ার্ড স্বাস্থ্য কমিটির তহবিল ও পৌর তহবিল থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য করা হয়ে থাকে। স্বেচ্ছাসেবীদের মাঝ থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে ইচ্ছুকদের রক্তের গ্রুপ সনাক্ত করা হয়েছে। প্রয়োজনে গর্ভবতী মায়েদের রক্ত দেয়া হয়। আমার অঙ্গীকার হলো, গর্ভবতী মা ও নবজাত শিশুর স্বাস্থ্যসেবায় কাজ করা।

***নঃ সঃ* পৌরসভা একটি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। পৌরবাসীকে সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলো কী ?**

মেয়র : পৌর পরিসেবা দিতে একজন মেয়রকে নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এর মধ্যে মানুষের নেতিবাচক মানসিকতা অন্যতম। ধরা যাক, ময়লা ফেলার জন্য ডাষ্টবিন রয়েছে; অনেকে ডাষ্টবিনে ময়লা না ফেলে এখানে-সেখানে ফেলে থাকেন। ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির পরও কিছু মানুষ

জয়পুরহাট পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব ফজলুর রহমান।

সরাসরি ড্রেনে ময়লা ফেলেন বা ড্রেনের সঙ্গে পায়খানার সংযোগ দেন। ইমারত/বাড়িঘর নির্মাণের সময় পৌর নীতিমালা অনুযায়ী চারদিকে জায়গা না ছাড়ার ফলে পরবর্তীতে রাস্তা/ড্রেন তৈরীতে সমস্যা দেখা দেয়। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের ক্ষেত্রে নিজস্ব পুলিশ প্রশাসন না থাকায় ঝামেলা পোহাতে হয় এবং বিভিন্ন হুমকীর সম্মুখীন হতে হয়। জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ড্রেন নির্মাণ করতে গেলে কেউ জায়গা দিতে চান না। অন্যদিকে পৌরসভার পক্ষে জায়গা কিনে ড্রেন নির্মাণ করাও সম্ভব নয়। ভোরে পৌর এলাকার রাস্তাঘাট পরিস্কার করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়ীরা সকালে দোকান ঝাড়ু দিয়ে ময়লা সরাসরি রাস্তায় ফেলেন। তাদের ঝুড়ি সরবরাহ করা হয়েছে; কিন্তু তারা তা ব্যবহার না করায় এ উদ্যোগটি সফল হচ্ছে না।

***নঃ সঃ* শহরের যানজট নিরসনে আপনি কী কী উদ্যোগ নিয়েছেন ?**

মেয়র : উত্তর জনপদের অনেকটা অবহেলিত ছোট জেলা শহর জয়পুরহাট। পৌর এলাকার আয়তন ২০.৩০ বর্গ কি.মি. হলেও জনসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ। শহরের রাস্তাঘাট খুব বেশী প্রশস্ত নয়। তাছাড়া শহরের মাঝ দিয়ে একমাত্র প্রধান সড়ককে কেন্দ্র করে শহরের বিস্তৃতি। হিলি স্থলবন্দর, দিনাজপুর ও নওগাঁগামী বাস-ট্রাক শহরের মধ্যে দিয়ে চলাচল করে। ফলে শহরে প্রায়ই যানজট লেগে থাকে। জেলা সমন্বয় কমিটির সভায় শহর বাইপাস সড়ক তৈরীর জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে এলজিইডির সহায়তায় একটি বাইপাস সড়কের নক্সা ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করে সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। সেটা বাস্তবায়িত হলে শহর যানজটের কবল থেকে রেহাই পাবে। ইতোমধ্যে এ বাইপাস সড়কের জন্য ৩০ ফুট চওড়া করে মাটি কেটে ড্রেসিং করা হয়েছে। অন্যদিকে শহরের প্রধান প্রধান সড়কে কভার স্লাবসহ ড্রেন নির্মাণ করে বিকল্প ফুটপাত তৈরী করা হয়েছে। শহরের মাঝখান দিয়ে আড়াআড়িভাবে রেল লাইন চলমান। ট্রেন চলাচলের সময় লেভেল ক্রসিং এ যানজট সৃষ্টি হয়। এর সমাধান হিসেবে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণের বিষয়টি পৌর পরিষদের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

***নঃ সঃ* আপনার দায়িত্বকালীন সময়ে পৌরকর আদায় কি বেড়েছে ? এক্ষেত্রে আপনি কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন ?**

মেয়র : আমি দায়িত্ব নেয়ার আগে পৌরকর আদায়ের হার ছিল মাত্র ৩৯%। আমার সময়ে কিন্তু ইউজিপ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে আদায়ের হার ছিল ৭০.২১%। ইউজিপ-এ অন্তর্ভুক্তির পর প্রকল্পের সহায়তায় কিছু বাস্তবধর্মী ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ নেয়ার ফলে কর আদায় তথা নিজস্ব অন্যান্য উৎস হতে রাজস্ব আয় ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে পৌরকর আদায়ের হার ৯৪.৩৯%। কারণ হিসেবে বলা যায়, ইউজিপ প্রকল্পের সহায়তায় সম্মানিত করদাতাদের কাছে যথাসময়ে পৌরকরের কম্পিউটারাইজড ও নির্ভুল বিল দেয়া, ব্যাংকের মাধ্যমে পৌরকর আদায়, এর ফলে কর প্রদানে মানুষের আস্থা ফিরে এসেছে। যথাসময়ে পৌরকর পরিশোধ করায় করদাতাদের নিয়মানুযায়ী রিবেট দেয়ায় পৌরবাসীও উপকৃত হয়েছেন। উঠান বৈঠক, ওয়ার্ড কমিটি ও টিএলসিসির সভা, র‍্যালী, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে জনঅংশগ্রহণ, বিশেষতঃ মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ক্রোকী পরোয়ানা জারী ও খেলাপীদের তালিকা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করার ফলে খেলাপীদের মধ্যে আত্মোপলব্ধি ঘটেছে। নাগরিক সনদ, জন্ম সনদসহ বিভিন্ন সনদ ও প্রত্যয়ন পত্র পেতে হলে হোল্ডিং কর পরিশোধ আবশ্যক করে বিধান করা হয়েছে। হাট বাজারের সীমানা বাড়ানো হয়েছে, ফলে এখাতেও আদায় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

***নঃ সঃ* স্বচ্ছ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনার পৌরসভা কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে ?**

মেয়র : পৌরসভার সকল কমিটি গঠন/পুর্নগঠনের মাধ্যমে জবাবদিহিতার ক্ষেত্র আরও অবারিত করা হয়েছে। পৌর প্রশাসন পরিচালনায় পৌর পরিষদের পাশাপাশি জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ফলে পৌরবাসী ও পৌরসভার মধ্যে একটি মেলবন্ধন সৃষ্টিহয়েছে। আমি এবং আমার পরিষদ অপচয়, দুর্নীতি, অন্যায় ও অনিয়মকে সম্পূর্ন 'না' বলেছি।

(এরপর ৫ম পৃষ্ঠায়)

ময়মনসিংহ পৌরসভায় ইউজিপ-২ এর আর্থিক সহায়তায় সিবিও নেতাদের হাতে ভ্যান হস্তান্তর করেন পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র জনাব মোঃ একরামুল হক টিটু। এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার কাউন্সিলর, কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বিভিন্ন পৌরসভায় ইউজিপ-২ এর কার্যক্রম

ময়মনসিংহ পৌরসভায় সিবিও নেতাদের হাতে ১২৩টি ভ্যান হস্তান্তর

বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ পৌরসভা কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের (সিবিও) মাধ্যমে শহর পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে গত ১৯ সেপ্টেম্বর এক অনারম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইউজিপ-২ এর আর্থিক সহায়তায় স্থানীয় কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের নেতাদের হাতে ১২৩টি ভ্যান হস্তান্তর করা হয়। ভ্যান হস্তান্তর অনুষ্ঠানে পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত মেয়র জনাব মোঃ একরামুল হক টিটু, কাউন্সিলরবৃন্দ, পৌর কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও আরইউএমএসইউ ময়মনসিংহ অঞ্চলের পরামর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শহরের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পৌরসভার চারটি মূল পরিসেবার মধ্যে একটি। পৌর অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, পানি সরবরাহ এবং সড়কবাতি স্থাপনের দিকে বাংলাদেশের পৌরসভাগুলো যতোটা নজর দিয়ে থাকে সে তুলনায় বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রটি অনেকটাই অবহেলিত। অথচ সময়মতো এবং সঠিক নিয়মে বর্জ্য অপসারণ করা না হলে তা মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক জীবনকে করে দুর্বিষহ।

ময়মনসিংহ পৌরসভার ৩টি ওয়ার্ডে পাইলট ভিত্তিতে তিনটি ভ্যান সরবরাহের মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে ১৯০টি সিবিওর মধ্যে ১২৩টিতে ভ্যান সরবরাহ করা হলো। পর্যায়ক্রমে বাকিগুলোতে ভ্যান দেয়া হবে।

ভ্যান ব্যবহার করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহের কাজকে টিকিয়ে রাখতে এসব ভ্যানগুলোর সঠিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ জরুরী। পৌরসভার নিজস্ব অর্থ থেকে তা করা সম্ভব।

কলাপাড়া পৌরসভায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

ইউজিপ-২ কলাপাড়া পৌরসভায় সিবিওর তত্ত্বাবধানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করেছে। প্রকল্প থেকে ইতোমধ্যে ৯টি ভ্যান পৌরসভার বিভিন্ন সিবিও নেত্রীবৃন্দের কাছে দেয়া হয়েছে। সিবিওর কার্যকরি কমিটি সিবিওভুক্ত সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করে এই কার্যক্রম শুরু করে। পরিচ্ছন্ন শহর গড়ার ক্ষেত্রে এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টিতে এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

কলাপাড়া পৌরসভার এক বাসিন্দাকে ভ্যানে গৃহস্থালী বর্জ্য ফেলতে দেখা যাচ্ছে।

ইউজিপ-২ ভুক্ত পৌরসভার পিডিপি চূড়ান্ত

পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নের জন্য সর্বস্তরের মানুষের সম্পৃক্ততায় এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বা পিডিপি তৈরী করা দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের (ইউজিপ-২) একটি শর্ত। প্রকল্পভুক্ত ৩৫টি পৌরসভায় পিডিপি প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। এসব পিডিপির ভিত্তিতে পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লেখ্য, ইউজিপ-২ এর ৩৫টি পৌরসভা প্রকল্পের ১ম ধাপ থেকে ২য় ধাপে উন্নীত হয়েছে। এসব পৌরসভা নির্ধারিত বরাদ্দের ৫০% অর্থ দিয়ে ২য় ধাপের বাস্তবায়নকালীন সময়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে পিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়ন করবে।

জনতার মুখোমুখি নওয়াপাড়া পৌরসভার মেয়র

গত ১৮ জুলাই নওয়াপাড়া পৌরসভা চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় "জনতার মুখোমুখি" অনুষ্ঠান। পৌরপরিষদের গত একবছরের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে নাগরিকবৃন্দ একে একে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন মেয়র এবং কাউন্সিলরবৃন্দ। এসময় নাগরিকদের পক্ষ থেকে পৌরসেবা দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুপারিশ ও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ অধ্যক্ষ শেখ আব্দুল ওহাব, এমপি। তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে খুব কম সময়ে পৌর পরিষদের সদিচ্ছায় এবং আন্তরিকতায় নওয়াপাড়া পৌরসভার অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, যা প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি নওয়াপাড়া পৌরসভার উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি শেষ হওয়া ইউজিপ এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কার্যক্রমের আওতায় পৌরসভার মেয়রগণ জনতার মুখোমুখি হয়ে থাকেন, যার অংশ হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এর আগে পৌর এলাকার সর্বস্তরের জনগণের উপস্থিতিতে ২০১০-২০১১ইং অর্থবছরের জন্য প্রায় ৫৭ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেন পৌরসভার মেয়র জনাব এনামুল হক বাবুল। বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় হুইপ অধ্যক্ষ শেখ আব্দুল ওহাব, এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভয়নগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আঃ মালেক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ জাহিদ হোসেন।

জয়পুরহাট পৌর মেয়র সাক্ষাৎকার

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

উন্মুক্ত বাজেট আলোচনার মাধ্যমে পৌরবাসীর চাওয়া পাওয়াকে বার্ষিক বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। টিএলসিসি ও ডব্লিউএলসিসির মতো নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সভার মাধ্যমে পৌরবাসীর মতামত নিয়ে তা যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

***নঃ সঃ* আগামী দিনগুলোতে জয়পুরহাট পৌরসভাকে আপনি কীভাবে দেখতে চান ?**

মেয়র : আমার স্বপ্ন যানজটহীন পরিচ্ছন্ন আলো ঝলমলে একটি শহর, যেখানে থাকবে না কোনও জলাবদ্ধতা, মশা-মাছির উৎপাত। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রতিটি পরিবারের সন্তানেরা স্কুলে যাবে, স্বাস্থ্যসেবা পাবে, পাবে সুপেয় পানি। নারী-পুরুষে থাকবে না কোনও বৈষম্য। প্রতিটি পরিবার স্বউদ্যোগে পৌরকর পরিশোধ করবে। এটি হবে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল একটি পৌরসভা। জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে পৌর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। জনগণ মনে করবে এটি তাঁদের একান্ত নিজেদের একটি প্রতিষ্ঠান।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় তথ্য মেলা

তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার সহযোগিতায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর আয়োজনে গত ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর পৌর পার্কে দুদিনব্যাপী তথ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার উদ্বোধন করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ডেপুটি কমিশনার জনাব কে এম আলী আজম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা টিআইবির আহবায়ক এ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম রেজা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ রুহুল আমীন ও পৌরসভার মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমান।

তথ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন পৌর মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমান।

মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ অর্জনের পূর্বশর্ত হচ্ছে তথ্য লাভের অধিকার –এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পৌরসভার প্রকৌশল, জনস্বাস্থ্য ও সাধারণ বিভাগের আওতায় সবগুলো শাখার সেবা প্রদানের তথ্য প্রদর্শন করা হয়। একই সঙ্গে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় ইতোপূর্বে চালু করা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের বিষয়টি জনসাধারণকে দেখানে হয়, যাতে পৌরবাসী পৌরসভা থেকে এই সার্ভিস নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এছাড়া মেলায় পৌরসভার বিভিন্ন শাখার ১৪টি স্টল থেকে পৌরবাসীদের তথ্য সরবরাহ করা হয়। মেলাশেষে বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম দেখানো হয়। ■

মেলায় বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ডেপুটি কমিশনার জনাব কে এম আলী আজম এবং পৌরসভার মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমান।

সাভারে ব্রিটিশ মন্ত্রীর ইউপিপিআরপির কার্যক্রম পরিদর্শন

যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ এ্যালান জেমস কার্টান ডানকান গত ১৩ জুলাই সাভারে এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (ইউপিপিআর) প্রকল্পের কার্যক্রম দেখতে যান।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার মিঃ স্টিফান ইভান্স, ডিএফআইডি প্রধান মিঃ ক্রিস অস্টিন, সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা ফিলিপ্পা থমাস এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা সেহলিনা আহমেদ এসময় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন।

ইউপিপিআরপির আওতায় জমিদার বাড়ি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির (সিডিসি) মহিলারা কীভাবে সংগঠিত হয়েছে তা ব্রিটিশ মন্ত্রীকে জানানো হয়। এছাড়া কমিউনিটি ম্যাপিং, হত দরিদ্র পরিবার খুঁজে বের করা, কমিউনিটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়েও তাঁকে অবহিত করা হয়।

সাভারে স্থানীয় পর্যায়ে আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পের সঙ্গে ইউপিপিআরপির একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রকল্পের

সাভারে যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ এ্যালান জেমস কার্টান ডানকান।

আওতায় সিডিসি সদস্যদের মধ্যে রেড কার্ড বিতরণ করা হয়, যার মাধ্যমে তারা আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পের স্যাটেলাইট ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্য সুবিধা পেয়ে থাকেন।

ব্রিটিশ মন্ত্রী জমিদার বাড়ি এলাকায় আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পের একটি স্যাটেলাইট ক্লিনিক দেখেন এবং এখানে স্বাস্থ্যসেবা নিতে আসা মহিলা বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের সঙ্গে কথা বলেন। মন্ত্রী খাদ্য, শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি দলগত আলোচনা পর্যবেক্ষণ করেন। সাভার পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব মোঃ রেফাতউল্লাহ এবং কাউন্সিলরবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। ■

সবজি ব্যবসায় সুফিয়া বেগমের সাফল্য

সুফিয়ার বিয়ে হয় যশোর শহরের হুসতলা এলাকার আঃ রব এর সঙ্গে, পেশায় যিনি ছিলেন বাসের হেলপার। বিয়ের দুই বছর যেতে না যেতে কোল জুড়ে আসে ছেলে বাদল। এরপর আসে আরও দুই মেয়ে আনু ও ফিরোজা। সংসারে সদস্য বেড়ে যাওয়ায় পাঁচ সদস্যর পরিবারে কষ্টও বেড়ে যায়। দুঃখ কষ্টের সংসারে ছেলেমেয়ের অনাহারী মুখের দিকে তাকিয়ে স্বামীকে সহায়তা করার জন্য সুফিয়া কাজ নেন চুড়ির কারখানায়। দুজনের সামান্য আয়ে দু-বেলা কোনও মতে চলতে থাকে সংসার। এরই মধ্যে সুফিয়ার জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। স্বামী আঃ রব আক্রান্ত হন লিভার ক্যানসারে। মাথা গোঁজার শেষ সম্বল সামান্য জমিটুকু বিক্রি করেও শেষ রক্ষা হয়নি। স্বামী মারা যাওয়ার পর ছেলে মেয়ে নিয়ে নিরুপায় সুফিয়া চুড়ির কারখানা ছেড়ে কাজ নেন ডাল মিলে দৈনিক হাজিরা ভিত্তিতে। পাশাপাশি অন্যের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা ধার নিয়ে বকচর হুসতলা বকুলতলা বাজারে রাস্তার পাশে সবজীর দোকান শুরু করেন। নতুন দোকান, অভিজ্ঞতার অভাব, সরল বিশ্বাসে বাকিতে বিক্রি, ফলে একসময় পুঁজি কমে গিয়ে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। আবার কাজ নেয় ডাল মিলে। দৈনিক যে টাকা আয় হয় তাতে সংসার চলে না। ইতোমধ্যে যশোর শহরে কাজ শুরু করে নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের প্রাথমিক দলের সদস্য হয়ে অনেক কষ্টে নিয়মিত সঞ্চয় শুরু করেন। ছয়-সাত মাস পরে প্রকল্পের থোক বরাদ্দ থেকে কৃষিভিত্তিক ব্যবসায় অর্থ সহায়তা দেয়ার জন্য সুফিয়ার নাম নির্বাচন করা হয়। সুফিয়া বেগম এবছর ফেব্রুয়ারী মাসে ৪৭০০ টাকা অনুদান পান। নিজের সামান্য টাকার সঙ্গে এ অর্থ মিলিয়ে আবারো সবজীর ব্যবসা শুরু করেন। এবার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে, বাকিতে বিক্রি না করে ব্যবসা করছেন তিনি। নিজেই ভোরে বড় বাজার থেকে সবজী এনে সকাল সাতটার মধ্যে বসেন দোকানে। বেচাকেনা চলে দুপুর দুটো পর্যন্ত। প্রতিদিন প্রায় ৭০০-৯০০ টাকা বেচাকেনা হয়। অন্যান্য খরচ বাদে লাভ করেন ৮০ থেকে ১০০ টাকা। লাভের টাকায় দুবেলা ভালভাবে খেতে পারছেন। নিজে সবজির ব্যবসা করায় আগের তুলনায় বেশী পরিমাণে শাকসবজি খেতে পারছেন, ফলে পুষ্টির চাহিদাও অনেকাংশে পুরণ হচ্ছে। সুফিয়া বেগমের ইচ্ছা ব্যবসায় আরও উন্নতি করা। বেশী পরিমাণে সবজি কেনা বেচা করে লাভের টাকা সঞ্চয় করে শেষ বয়সে ছেলেকে ব্যবসার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে নিজেকে ভারমুক্ত রাখা। বর্তমানে তিনি একজন সফল সবজী ব্যবসায়ী হিসাবে এলাকায় পরিচিতি পেয়েছেন। ■

স্বাবলম্বী সুফিয়া বেগম ক্রেতাদের কাছে নিজের দোকানের সবজি বিক্রি করছেন।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নূরুল হুদা জয়পুরহাট পৌরসভা পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে পৌর মেয়র আলহাজ্ব ফজলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

জয়পুরহাট পৌরসভায় এলজিইডি ও এডিবি কর্মকর্তাবৃন্দ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নূরুল হুদা, ইউজিপ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন, ইউজিপ-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, এডিবি বিআরএম এর সিনিয়র প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সম্প্রতি জয়পুরহাট পৌরসভা পরিদর্শনে যান। এসময় তাঁরা নগর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) সভায় যোগ দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জয়পুরহাট পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব ফজলুর রহমান। সভায় ইউজিপ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এর ফলে পৌরবাসী যেসব সুফল পাচ্ছেন তা তুলে ধরা হয়। সভাশেষে ঢাকা থেকে আগত অতিথিবৃন্দের সম্মানে পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ইউজিপ এর সুবিধাভোগিদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পরিদর্শনদল জয়পুরহাট পৌরসভায় ইউজিপ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। এসময় বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পাগলীর মোড় বস্তির সুবিধাভোগীদের সঙ্গে তাঁরা মতবিনিময় করেন। জয়পুরহাট পৌরসভার উন্নয়ন কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

পৌর মেয়র আলহাজ্ব ফজলুর রহমান অতিথিবৃন্দকে তাঁর পৌরসভা পরিদর্শন করায় পৌরবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান এবং জয়পুরহাট পৌরসভার উন্নয়নে এলজিইডি ও এডিবির সহায়তা অব্যহত রাখার জন্য বিশেষ ভাবে আবেদন জানান।

এক বুলবুলির বদলে যাওয়ার গল্প

বুলবুলির জন্ম ১৯৬৮ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের ভূতপুকুর এলাকায়। বাবা-মার আদরে বেড়ে ওঠা বুলবুলি শৈশব পেড়িয়ে পা রাখে দুরন্ত কৈশোরে। দেখতে সুশ্রী হওয়ায় কৈশোর পেরুনোর আগেই বিয়ে হয়ে যায় হাবিবুর রহমানের সঙ্গে। অজ্ঞতার কারণে নয়টি সন্তান জন্ম নেয় তাদের সংসারে। পড়ে যান চরম অর্থ সংকটে। বাধ্য হন গৃহপরিচারিকার কাজ নিতে। তবুও কমে না অর্থ সংকট। এসময় তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় ইউজিপ এর আওতায় আলীনগর ভূতপুকুর সিডিসির পদ্ম দলে যোগ দেন। শুরু হয় নতুন সংগ্রামী জীবন। সপ্তাহে দশ টাকা হারে সঞ্চয় শুরু করেন। প্রকল্প থেকে দশ হাজার টাকা লোন নিয়ে জ্বালানী কাঠ বিক্রি ও মুদি দোকানের ব্যবসা শুরু করেন। একবছর পর লোনের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করে দ্বিতীয়বার ঋণের আবেদন করেন। এবার ১৮ হাজার। বেড়ে

নিজের মুদি দোকানে চাঁপাইনবাবগঞ্জের বুলবুলি বেগম।

ওঠে ব্যবসা। মুদি দোকানের সঙ্গে যুক্ত হয় ভাপা পিঠা বিক্রি। এভাবে নিয়মিত সাপ্তাহিক ভিত্তিতে আবর্তক তহবিলের টাকা পরিশোধ করেও প্রতিদিন লাভ করেন ৩০০-৩৫০ টাকা। দূর হতে থাকে সংসারের অভাব। বুলবুলির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সিডিসির অন্য সদস্যরাও এ ব্যবসায় উৎসাহিত হয়েছেন। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বুলবুলি আজ স্বাবলম্বী। সামাজিকভাবে তার অবস্থান এখন অনেকটা সুসংহত। ■

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও বিভিন্ন পৌরসভা পরিদর্শন

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান গত ৯ আগষ্ট চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে অনুষ্ঠিত ইউপিপিআরপির সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিত হয়ে অংশগ্রহণকারী নবগঠিত সিডিসি নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান নিজেদের পাশাপাশি সিডিসির অন্যান্য সদস্যদের জীবিকা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন। এর আগে তিনি ৩-৭ আগষ্ট, ফেণী, চৌদ্দগ্রাম, বাঁশখালী ও কক্সবাজার পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন দেখেন এবং মেয়রদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। ■

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে অনুষ্ঠিত ইউপিপিআরপির প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নাজমুল হাসান।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় নিয়োগ পাওয়া ৩৬ কর্মচারী কুড়িগ্রাম পৌরসভার কাজে নিযুক্ত

সরকার ঘোষিত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় নিয়োগ পাওয়া ৩৬জন কার্মচারীকে সম্প্রতি কুড়িগ্রাম পৌরসভার বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা হয়। এদের মধ্যে ১৮জনকে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির বিষয়ে সাত দিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে পৌরসভার ৯জন কর্মচারীর সঙ্গে পৌর এলাকার বিভিন্ন তথ্য, যেমন– শিক্ষা, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি সরবরাহ, সড়কবাতি এবং অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য ইত্যাদি সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করা হয়। বর্তমানে ডাটা এন্ট্রির কাজ চলছে। এরপর প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফলের ওপর পৌর এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার জনগণের সমন্বয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হবে। এ জরিপের ওপর ভিত্তি করে আগামীতে পৌরসভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে যা পৌরসভার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ■

ডিটিআইডিপির প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মমিনুল হক পৌরসভা মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। এসময় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নাজমুল হাসান এবং ইউটিআইডিপির প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা

গত ১৮ আগষ্ট এলজিইডি সদর দপ্তরে জেলা পর্যায়ের ২২টি ও উপজেলা পর্যায়ের ২২৩টি পৌরসভা এবং কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মমিনুল হক প্রকল্পের আওতাধীন ২২টি পৌরসভার এবং উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রকল্পভুক্ত ২২৩টি পৌরসভা ও কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন।

অনুমোদিত সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলো কাংখিত অগ্রগতি অর্জন করতে না পারায় প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে যাতে সব কাজ শেষ করা যায় তার জন্য যা যা করা প্রয়োজন সে মোতাবেক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশনা দেন।

রংপুর পৌরসভায় মতবিনিময় সভা ঃ

এদিকে গত ৫ আগষ্ট রংপুর বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে রংপুর পৌরসভার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন কাজের ওপর একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডেপুটি কমিশনার, রংপুর জনাব বি এম এনামুল হক, জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মমিনুল হক, রংপুর পৌরসভার মেয়র জনাব এ কে এম আব্দুর রউফ মানিক এতে অংশ নেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জাতীয় ও স্থানীয় প্রচার মাধ্যমের সাংবাদিক, পৌরকাউন্সিলরবৃন্দ, মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও পরামর্শকগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর শহরকে একটি অত্যাধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তুলতে মাষ্টার প্ল্যানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বিভাগীয় কমিশনার বলেন, এই মাষ্টার প্ল্যান ভবিষ্যত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা দেবে। ■

কক্সবাজার পৌরসভার মেয়র জনাব সরওয়ার কামালের সভাপতিত্বে জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম উপস্থাপন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কক্সবাজারে এডিবির উদ্যোগে জেন্ডার রেসপনসিভ প্রজেক্ট প্লানিং কর্মশালা

এডিবি সহায়তাপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে 'ওয়ার্কশপ অন জেন্ডার রেসপনসিভ প্রজেক্ট প্লানিং' শীর্ষক এক কর্মশালা গত ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে এডিবি সহায়তাপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির এসআরআইআইপি এর প্রকল্প পরিচালক জনাব শহীদুর রহমান প্রামাণিক, পারটিসিপেটরি স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শহীদুল হক, স্টিফ-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন এবং ইউজিপ-২ এর উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব এ কে এম রেজাউল ইসলাম। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানিসম্পদ, কৃষি, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ ও পয়ঃ ব্যবস্থাপনা এবং এন্টারপ্রাইজ উন্নয়ন বিষয়ক এডিবি সহায়তাপুষ্ট অন্যান্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ কর্মশালায় অংশ নেন।

কর্মশালায় রিসোর্স পারসন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এডিবি সদর দপ্তরের মিঃ ফ্রান্সিসকো টরনেরি, এডিবি বিআরএম এর কর্মকর্তা মিসেস ফেরদৌসী সুলতানা, মিসেস রীনা সেনগুপ্ত এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব ময়নুদ্দিন আহমেদ। কর্মশালাটি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন এডিবি সদর দপ্তরের মিসেস মেরী এলিস রসেরো, এডিবি বিআরএম এর কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম এবং জনাব মুহঃ ইয়াসিন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন, কর্মশালার বিষয়বস্তু অত্যন্ত যুগপোযোগী এবং এই কর্মশালা টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে জেন্ডার বিষয়ক করণীয় সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম উপস্থাপন সভাঃ এর আগে গত ২১ সেপ্টেম্বর এলজিইডির দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার পৌরসভায় মেয়র জনাব সরওয়ার কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম উপস্থাপন সভা। জেন্ডার রেসপনসিভ প্রজেক্ট প্লানিং কর্মশালায় যোগ দেয়া এলজিইডি ও এডিবির কর্মকর্তাগণ সভায় যোগ দেন। ■

সম্পাদক : মুহঃ আজিজুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), ইউএমএসইউ, আরডিইসি (লেভেল – ৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৩৭৬০
সম্পাদক কর্তৃক ইউএমএসইউ'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত।